মৌলভীবাজার

বরবটি চাষে বিপ্লব

অনুসন্ধান করেছেন নিজামুল হক বিপুল

বাংলার চাষী বাংলার সম্পদ। সেই চাষীরাই আমূল বদলে দিয়েছে একটি বিস্তীর্ণ জনপদের চেহারা। যে কারণে চাষীদের চোখে-মুখে এখন সারাক্ষণ লেগে থাকে মধুর হাসি। বছর জুড়ে জনপদবাসী চাষীদের হাতে থাকে নগদ টাকা। বছর কয়েক পূর্বেও যেখানে এক টাকা খরচ করতে রীতিমত হিসাব কষতে হত যে চাষীকে সে এখন ৫০ টাকা খরচ করতেও কার্পণ্য করছে না। অভাবের কারণে যেখানে দু'বেলা খাবার জুটতো না অনেক চাষীর পরিবারে, এখন সেখানে সবাই কম- বেশি অর্থের মালিক। চুরি যে জনপদে ছিল নিত্যদিনের ঘটনা, সেখানে জনপদের দরিদ্র কৃষকরা এখন রাত হলে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যান। বাণিজ্যিকভাবে বরবটি চাষই এই পরিবর্তনের নেপথ্যের নায়ক।

এতক্ষণ যে জনপদের কথা বলা হচ্ছিল তার নাম শ্রীপুর। শ্রীপুর একটি গ্রাম। মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নের এই ছোট্ট জনপদটিকে অনুসরণ করে কুলাউড়া উপজেলার দুটি ইউনিয়ন ব্রাহ্মণবাজার ও বরমচালের বিস্তীর্ণ জনপদ জুড়ে গত দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে চলছে বরবটি চাষের মহোৎসব। বাণিজ্যিকভাবে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকার বরবটি উৎপাদন করছে স্থানীয় চাষীরা। বরবটি চাষকে বাণিজ্যিকভাবে ছড়িয়ে দিতে মূল ভূমিকা রেখেছেন শ্রীপুর গ্রামের চাষী মৃত ইরফান আলী ও তার ছেলেরা। বরবটি চাষের আদ্যোপান্ত নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সরেজমিন প্রতিবেদন।

বরবটির সন্ধানে

কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মণবাজার। মৌলভীবাজার-কুলাউড়া সড়কের মধ্যবর্তী এই ব্যবসা কেন্দ্রটির দূরত্ব জেলা শহর মৌলভীবাজার থেকে প্রায় ৩০-৩২ কিলোমিটার- ব্রাহ্মণবাজার থেকে বরবটি (লুবি) চাষের মূল তীর্থভূমি শ্রীপুরের দূরত্ব আরো প্রায় ৭ কিলোমিটার। জেলা শহর থেকে প্রায় এক ঘন্টার বাস যাত্রায় প্রথমে যেতে হয় ব্রাহ্মণবাজার। সেখান থেকে গাড়ি বদল করে টেম্পু, পিকআপ কিংবা বাসে আরো ১৫-২০ মিনিট রাস্তা অতিক্রম করলেই পাওয়া যায় বরবটির গ্রাম শ্রীপুর। কিন্তু ব্রাহ্মণবাজার থেকে ২-৩ কিলোমিটার রাস্তা অগ্রসর হলেই দেখা মেলে বিস্তীর্ণ জনপদ জুড়ে বরবটির চাষ।

৯ এপ্রিল শুক্রবার। সকাল আটটা দশমিনিট। শ্রীপুর বাজারে গাড়ি থেকে নামতেই দেখা গেল বাজার জুড়ে বরবটির কেনাবেচা চলছে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা আড়তদার ও ফড়িয়ারা চাষীদের কাছ থেকে টন হিসেবে বরবটি ক্রয় করে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে হাতে থাকা ক্যামেরা ক্লিক করতে থাকল বরবটির হাটে।

সিকান্দার কাহিনী

শ্রীপুর গ্রামে বরবটি চাষ ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে? কে প্রথম এখানে ববরটি চাষ শুরু করেছিলেন এই তথ্যটুকু জানার জন্য শরণাপন্ন হই চাষীদের। হাটের কেনা-বেচা শেষ হলে সকাল নয়টার দিকে চাষী জুবেদ আলীর সঙ্গে কথা বললে তিনি নিয়ে যান মাহতাব উদ্দীনের কাছে। আমরা চলে যাই মাহতাব উদ্দীনের সঙ্গে শ্রীপুর বাজার লাগোয়া তার বাড়িতে। সেখানে বসে চা খেতে খেতে কথা হয় মাহতাব ও তার বড় ভাই চাষী সাদ উদ্দীনের সঙ্গে। এরা

দু'জনই মৃত ইরফান আলীর ছেলে।

আলাপচারিতায় সাদ উদ্দীন জানান, শ্রীপুর গ্রামের লাগোয়া উত্তরের গ্রাম পূর্ব সিঙ্গুর। এই গ্রামেরই সিকান্দার আলী নামে এক ব্যক্তি আজ থেকে প্রায় ২০-২২ বছর পূর্বে বরবটি চাষ শুরু করেন। বাড়ির পাশে প্রায় চারশতক জমিতে অনেকটা গোপনে সিকান্দার আলী বরবটি চাষ করতে থাকেন। অনুসন্ধানকালে জানা যায়, সিকান্দার বরবটি চাষ করে তা বাজারে বিক্রি করতেন। কিন্তু এলাকার কাউকে তিনি বরবটির বীজ দিতেন না। এভাবে প্রায় ৪-৫ বছর কেটে যায়। এককভাবে বরবটি চাষ ও বিক্রি করে সিকান্দার বেশ অর্থ উপার্জন করেন। ওই বরবটি চাষ থেকে বঞ্চিত হয় এলাকার অন্য চাষীরা।

বরবটি চাষের ব্যাপকতা লাভ

সিকান্দার যখন এককভাবে বরবটি চাষ করছিলেন তখন এলাকার অনেক লোকই আগ্রহ দেখান বরবটি চাষের। কিন্তু সিকান্দারের কৃপণতার কারণে কৃষকদের আগ্রহ চাষ পর্যন্ত গড়াতে পারেনি। কিন্তু শ্রীপুর গ্রামের চাষী মৃত ইরফান আলী ছিলেন নাছোড়বান্দা। তিনি পণ করেন সিকান্দারের কাছ থেকে বীজ নিয়েই ছাড়বেন। সিকান্দারের সঙ্গে ছিল তার ভালো সম্পর্ক। অবশেষে সিকান্দার ইরফান আলীকে বীজ দেয়। ইরফান সেই বীজ নিয়ে প্রথম বছর বাড়ির পাশেই সাড়ে ৭ শতক জমিতে বরবটি চাষ শুরু করেন। প্রায় চার বছর ওই জমিতে তিনি বাণিজ্যিকভাবে বরবটি চাষ করেন। ওই সময়ে ইরফান আলী বীজ সরবরাহ করেন শ্রীপুরের পাশের গ্রাম চকের গ্রামের এরফান মিয়াকে। আর এভাবেই একে

বিয়ানীবাজার থেকে আসা মাসুক মিয়া টন টন করে প্রতিদিন বরবটি ক্রয় করে নিয়ে যান

একে শ্রীপুর ও চকের গ্রামের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে বরবটির বীজ। বীজ পেয়ে এই দুই গ্রামের প্রত্যেক পরিবার বাণিজ্যিকভাবে বরবটির চাষ শুরু করে। ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে বরবটির চাষ। আর অল্প সময়ে ববরটি চাষ সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা রাখেন মৃত ইরফান আলী।

বদলে গেছে জনপদ

লাভজনক বরবটি চাষ মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে পাল্টে দিয়েছে কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মণবাজার ও বরমচাল ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ জনপদের চেহারা। আজ থেকে প্রায় ২০-২২ বছর পূর্বে বরমচাল ইউনিয়নের পূর্ব সিঙ্গুর গ্রামে যে বরবটি চাষের যাত্রা শুরু হয়েছিল এ হাত ওহাত হয়ে তা এখন বিস্তৃতি লাভ করেছে গ্রামে গ্রামে। ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নের কোনাগাঁও, শ্রীপুর, চকের গ্রাম, দক্ষিণপাড়া, নাছিরাবাদ, শেরপুর, দাউদপুর, লামাপাড়া, সাত নম্বর, গোবিন্দপুর, বরমচাল ইউনিয়নের পূর্ব সিঙ্গুর, পশ্চিম সিঙ্গুর, খাদিমপাড়া, টিকরা, নন্দনগর, মহলাল, মাধবপুর, উত্তরভাগ গ্রামে ব্যাপকভাবে বরবটি চাষ হচ্ছে। এসব গ্রাম ছাড়া আরো অনেক গ্রামে বরবটি চাষের দিকে স্থানীয় চাষীরা ঝুঁকেছেন। আর বরবটি চাষের ফলে বছর কয়েকের ব্যবধানে চাষীদের আর্থিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, বরবটি চাষের প্রতি চাষীদের আগ্রহের মূল কারণ হচ্ছে এই সবজি চাষে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় কম। কিন্তু মুনাফা হয় অধিক। চাষীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এক বিঘা বা ৩০ শতক জমিতে বরবটি চাষ করতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় ৮-১০ হাজার টাকা। আর এই পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগের বিপরীতে সব খরচ বাদে নিট আয় হয় ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা। যার ফলে বরবটি চাষের প্রতি এই এলাকার কৃষকদের আগ্রহ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। কৃষকদের এই আগ্রহের কারণে ব্রাহ্মণবাজার ও বরমচাল ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ গ্রামের দু'ফসলি জমি এখন পরিণত হয়েছে তিন ফসলি জমিতে। অর্থাৎ আগে যে সব জমিতে বছরে শুধু দু'বার ধান উৎপন্ন হত এখন সেগুলোতে চাষ হয় বছরে তিনবার। অর্থাৎ এখন বছরের পুরো সময় জুড়ে এই এলাকার চাষযোগ্য জমিতে ফসল লেগেই থাকে। অথচ বছর কয়েক পূর্বে এসব এলাকার জমিতে আউশ ও আমন ধান উৎপন্নের পর বাকি সময়টুকু পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতো ফসলি জমি।

সরেজমিন খোঁজ নিয়ে ও চাষীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বাণিজ্যিকভাবে বরবটি

সাদউদ্দিন এলাকার সফল বরবটি চাষী

চাষের ফলে এই এলাকার চাষীদের অবস্থা সময়ের ব্যবধানে পুরোটাই পাল্টে গেছে। ব্রাহ্মণবাজার ও বরমচাল ইউনিয়নে সবমিলিয়ে ১০০০ থেকে ১৫০০ চাষী বরবটি চাষের সঙ্গে ওত প্রাতভাবে জড়িত। এই দুই ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ জনপদ জুড়ে বরবটি চাষ হলেও বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাজারের শ্রীপুর ও চকের গ্রামের শতকরা ১০০ জনই বরবটি চাষের সঙ্গে যুক্ত। ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, শ্রীপুর ও চকের গ্রামে প্রায় ৩০০ পরিবারের বসবাস। এদের সবাই বাণিজ্যিকভাবে বরবটি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। যার ফসলি জমি নেই সেও জমি ইজারা নিয়ে বরবটি চাষ করে অর্থ উপার্জন করছে। আর এই বরবটি চাষই শ্রীপুর ও চকের গ্রামের প্রতিটি পরিবারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং এখনো রাখছে। শ্রীপুর গ্রামের বরবটি চাষী মাহতাব উদ্দীন, কামাল মিয়া, বীগেন্দ্র নমঃসুত্র, চকের গ্রামের জুবেদ আহমদ, লিয়াকত আলী, জলুমিয়া, মদরিছ মিয়াসহ আরো অনেকে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, বছর কয়েক পূর্বেও শ্রীপুর ও চকের গ্রামের অধিকাংশ বাড়ি ঘর ছন-বাঁশের তৈরি কাঁচা। কিন্তু এখন প্রতিটি বাড়ি ঘরই টিন শেডের। এই দুই গ্রামের প্রায় সবাই বরবটি বিক্রির টাকা দিয়ে বাড়ি ঘর তৈরি করেছে। তাছাড়া অনেকে নিজের ভাই-ভাতিজাকে বিদেশ পাঠিয়েছে বরবটির টাকা দিয়ে।

বরবটি চাষী লিয়াকত আলী ও মাহতাব উদ্দীন ২০০০কে বলেন, আগে এই দুই গ্রামে চুরি, ডাকাতিসহ ছোটখাটো ঘটনা ঘটতো প্রায় নিয়মিত। কিন্তু এখন গ্রামের লোকজন রাতে দরজা-জানালা খুলে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যেতে পারেন। বরবটি চাষের ফলে অপরাধ প্রবণতা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।

বরবটি চাষ যার হাত ধরে এই এলাকায় বিস্তার লাভ করেছে সেই চাষী মৃত ইরফান আলীর বড় ছেলে সাদ উদ্দীন হচ্ছেন এলাকার সবচেয়ে বড় চাষী। তিনি সর্বোচ্চ তিন একর জমিতে বরবটি চাষ করেন। সাদ উদ্দীন ২০০০কে বলেন, তিনি প্রতি মৌসুমে কমপক্ষে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকার বরবটি বিক্রি করেন। তিনি বলেন, খুব কম লোকই আছে তার এলাকায় যে বরবটি বিক্রি করে জায়গা জমি কেনেনি।

বরবটি চাষ করে এলাকার লোকজন এখন স্বাবলম্বী। এখন তাদের গ্রামে কোনো ভিক্ষুক নেই। এলাকার সফল লুবি চাষী সাদ উদ্দীন আরো বলেন, বরবটি চাষে কম খরচে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায় বলে এই এলাকায় বরবটির চাষ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলাকার কৃষকরা অনেকটা বরবটির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

টেম্পুতে করে বরবটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দূরের বাজারে

বরবটির বাজার

কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মণবাজার ও বরমচাল ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ জনপদ জুড়ে যে বরবটি চাষ হয় তার বাজার মূলত বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন ছোট বড় হাট বাজার । বছর কয়েক পূর্বে এখানকার বরবটি চাষীরা নিজেরা বিভিন্ন হাট-বাজারে বরবটি নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এখন সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর ক্রেতা কিংবা ফড়িয়া, আড়তদারদের সন্ধানে চাষীকে ছুটে যেতে হয় না। বরং ক্রেতারা এখন দলবেঁধে এসে বরবটি কিনে নিয়ে যায়।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, সিলেটের বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজারের বড়লেখা, কুলাউড়া, কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, রাজনগর ও মৌলভীবাজার শহরের বিভিন্ন হাট বাজারে বিক্রি হয় ব্রাহ্মণবাজার-বরমচালের বরবটি। এসব এলাকা থেকে প্রতিদিন ফড়িয়া আড়তদাররা দল বেঁধে এসে বরবটি নিয়ে যায়। আর ফড়িয়া-আড়তদারদের জন্য গত প্রায় ৫ বছর ধরে নিয়মিত বরবটির পাইকারি হাট বসে শ্রীপুরের মাদ্রাসা বাজার ও শ্রীপুর বাজারে। তবে মাদ্রাসা বাজারের হাটই বরবটির সবচেয়ে বড় হাট। এই দুই হাটে প্রতিদিন ভোর ৬টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত কেনা-বেচা চলে। আড়তদাররা ট্রাক, পিকআপ, টেম্পোসহ বিভিন্ন প্রকার বাহন নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে ভোরে চলে আসেন এই দুই হাটে। দুই হাটে মিলে প্রতিদিন গড়ে ৬০ থেকে ৭০ টন বরবটি বিক্রি হয়। এর মধ্যে শুধু মাদ্রাসা বাজারে বিক্রি হয় ৪০-৫০টন। চাষীরা জানান, প্রতিদিন গড়ে ১০০ ক্রেতা আসেন বরবটি ক্রয় করতে।

চাষীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ থেকে বরবটি বিক্রি শুরু হয়ে চলে জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। চৈত্রের শেষ সপ্তাহ থেকে পুরো বৈশাখ মাস হচ্ছে বরবটি বিক্রির ভর মৌসুম। বরবটির বাজার মূল্যও খুব চড়া। চাষী মাহতাব উদ্দীন ২০০০কে বলেন, এক সময় তারা যখন বরবটি বিভিন্ন হাটবাজারে নিয়ে বিক্রি করতেন তখন তাদের প্রতি কেজি বরবটি বিক্রি করতে হতো ২ থেকে ৩ টাকা দামে, কিন্তু এখন সে অবস্থা আর নেই। এখন আড়তদাররা এসে তাদের গ্রামের বাজার থেকে বরবটি কিনে নিয়ে যান। প্রতি কেজি বরবটির দামও চড়া। আগে যেখানে ২-৩ টাকা কেজি বিক্রি হতো সেখানে এখন প্রতি কেজি বরবটির মূল্য সময় ভেদে ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। বরবটি বিক্রির প্রথম মওসুমে প্রতি কেজি বিক্রি হয় ১৮-২০ টাকা। আবার ভরা মৌসুমে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে ১০ টাকা থেকে ১৬ টাকা পর্যন্ত প্রতি কেজি বরবটি চাষীরা আড়তদারদের কাছে বিক্রি করে। সেই হিসাবে প্রতিদিন গড়ে ২ থেকে ৩ লাখ টাকার বরবটি বিক্রি করেন চাষীরা।

বরবটি চাষে প্রতিকূল অবস্থা

অল্প বিনিয়োগে বরবটি থেকে অধিক মুনাফা লাভ করা গেলেও বরবটি চাষে রয়েছে নানা রকম প্রতিকূল অবস্থা। আর নানামুখী প্রতিকূল অবস্থার কারণে বরবটি চাষীদের কোনো কোনো বছর ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। চাষীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা যায়, খরা, অতি বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টিসহ প্রতিকূল আবহাওয়া এবং ভালো কীটনাশকের অভাবই বরবটি চাষে প্রধান প্রতিবন্ধক। পোকার আক্রমণ প্রায় প্রতি বছর

বরবটি চাষীদের দুশ্চিন্তায় ফেলে। ফল ছিদ্রকারী সবুজ পোকা এবং জাপ (কালো) পোকা বরবটির ব্যাপক ক্ষতি করে উল্লেখ করে চাষী সাদ উদ্দীন ২০০০কে বলেন, এ বছর পোকার আক্রমণ ব্যাপক হওয়ায় লাভের পরিমাণ কমে যাবে অনেক চাষীর। আবার যারা ছোট ছোট চাষী তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পোকা দমনে বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে চাষীরা বলেন, আগে ১০-১৫ দিনে একবার কীটনাশক প্রয়োগ করলে পোকা দমন হয়ে যেত, কিন্তু এবার প্রায় প্রতিদিন সকাল-বিকাল কীটনাশক প্রয়োগ করেও পোকার আক্রমণ থেকে বরবটিকে রক্ষা করা যাচ্ছে না। চাষীরা অভিযোগ করে বলেছেন, দুই-একটি কোম্পানির কীটনাশক তারা ব্যবহার করতেন। এসব কীটনাশকের কার্যকারিতাও ছিল। কিন্তু এখন বাজারের বিভিন্ন কোম্পানির কীটনাশক আসায় তারা ভেজালের শিকার হচ্ছেন।

শ্রীপুরের মাদ্রাসা বাজারের কীটনাশক বিক্রেতা ও বরবটি চাষী জামাল মিয়া ২০০০কে বলেন, আগে দুই একটা কোম্পানি কীটনাশক ছাড়তো, এগুলো আবার নির্দিষ্ট দোকান ছাড়া পাওয়া যেত না। কিন্তু এখন অনেক কোম্পানি হওয়ায় বাজারে যত্রতত্র কীটনাশক পাওয়া যায়। আর এসব কীটনাশক ব্যবহার করে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এসব প্রতিকূল অবস্থা ছাড়াও স্থানীয় উপজেলা কৃষি বিভাগ থেকেও কোনো রকম সহযোগিতা পাওয়া যায় না বলে চাষীরা অভিযোগ করেছেন। চাষীদের অভিযোগ, প্রতি বছর লাখ লাখ টাকার বরবটি বিক্রি হলেও বরবটি চাষের সময় বা কোনো সমস্যায় পড়লে চাষীরা কৃষি বিভাগের লোকজনকে পান না। বরমচাল ইউনিয়নের ব্লক সুপারভাইজারকে পাওয়া গেলেও ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নে পাওয়া যায় না। চাষীরা বলেন, বরবটিতে যখন পোকার আক্রমণ হয় তখন কৃষি বিভাগের কাছ থেকে যদি পোকা দমনে কি রকম কীটনাশক ব্যবহার করা দরকার সেই পরামর্শ পাওয়া যেত তাহলেও চাষীরা উপকৃত হতো।

আর্থিক অসচ্ছলতা বরবটি চাষের আরেক প্রতিকূল অবস্থা । এলাকার দরিদ্র চাষীরা আর্থিক দুরবস্থার কারণে অনেক সময় বরবটি চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। দরিদ্র চাষীদের অনেকে চড়া সুদে মহাজনি ঋণ নিয়ে বরবটি চাষ করে থাকেন। এ সম্পর্কে চাষী জুবেদ আহমেদ, লিয়াকত আলী ও মদরিছ মিয়া ২০০০কে বলেন, পর্যাপ্ত আর্থিক সাপোর্ট পেলে দরিদ্র চাষীরা গৃহস্থের কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়ে বরবটি চাষ করতে পারবে। কিন্তু আর্থিক সমর্থন পাওয়া যায় না। কৃষি ব্যাংকে ঋণের জন্য গেলে তারা বরবটি চাষের জন্য ঋণ দেয় না। আবার কেউ কেউ অন্য চাষ দেখিয়ে ঋণ নিতে গেলে ঋণের অর্ধেক টাকাই ঘুষ দিতে হয় বলে তারা অভিযোগ করেন।

কীটনাশক ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া

কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মণবাজার ও বরমচাল ইউনিয়নে বরবটির ব্যাপক চাষাবাদ যেমন হচ্ছে, তেমনি এর বাজারও চাঙ্গা। যার ফলে বরবটি চাষ করে চাষীরা লাভবান হচ্ছেন। সেই সঙ্গে এর চাষাবাদের পরিধিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বরবটি চাষে প্রধান প্রতিবন্ধকতা পোকা দমন করতে গিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে চাষীরা যে হারে কীটনাশক ব্যবহারের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন তাতে উৎপাদিত ববরটিতে বিষক্রিয়া থাকতে পারে। আর এই বিষক্রিয়া মানবদেহে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এমনটিই মনে করেন কুলাউড়া উপজেলা কৃষি বিভাগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, বরবটি চাষীদের অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে এক শ্রেণীর অসাধু কীটনাশক ব্যবসায়ী চাষীদের কাছে ভেজাল কীটনাশক সরবরাহ করে। এতে চাষীরা উপকৃত হচ্ছে না। বরং কীটনাশকের কার্যকারিতা হারিয়ে গেছে। বরবটি চাষীরা ২০০০কে বলেন, তারা আর এসব কীটনাশক ব্যবহার করতে চান না। তবে তারা বরবটি থেকে পোকা দমনে কার্যকর ব্যবস্থা চান। এজন্য কৃষি বিভাগের সুপরামর্শ চান। কৃষির সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বললে তারা ২০০০কে বলেন, এই মুহূর্তে বরবটি থেকে পোকা দমন করতে হলে বাজারের রকমারি কীটনাশক ব্যবহার না করে বরং জৈব কীটনাশক ব্যবহার করা জরুরি। এতে পোকা যেমন দমন হবে, তেমনি মানবদেহে ক্ষতিকারক কীটনাশকও বরবটিতে ব্যবহার করতে হবে না। অবশ্য এজন্য কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞদের বরবটি চাষীদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

কৃষি বিভাগের বক্তব্য

বরবটি চাষে কৃষি বিভাগের অসহযোগিতার ব্যাপারে চাষীদের অভিযোগ সম্পর্কে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কথা হয় কুলউড়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ সাবির উদ্দিন আহমদের সঙ্গে। তিনি চাষীদের অভিযোগের কথা অস্বীকার করে ২০০০কে বলেন, কৃষি বিভাগের লোকজন চাষীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে। তবে সাবার সঙ্গে হয়তো যোগাযোগ হয়ে ওঠে না। তাই অভিযোগ থাকতে পারে। তাছাড়া আমাদের লোকবলও কম। যার ফলে কাজে কিছুটা অসুবিধা হয়।

সাবির উদ্দিন বলেন, বরবটি চাষের ওপর তারা চাষীদের কোনো প্রশিক্ষণ দেননি। তবে নন-ফরমাল ভাবে এ বিষয়ে চাষীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়। তিনি বলেন, কৃষকদের সঙ্গে কৃষি বিভাগের সম্পর্ক একমুখী কিন্তু এ সম্পর্ক দ্বিমুখী হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া চাষীরা অসচেতন। তাদের কৃষি বিভাগ যে পরামর্শ দেয় তারা সেই পরামর্শ সঠিকভাবে পালন করে না।

কীটনাশক ব্যবহার সম্পর্কে সাবির উদ্দিন বলেন, জৈব কীটনাশক ব্যবহারে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

বরবটি চাষ লাভজনক হওয়ায় চাষীরা ব্যাপক শ্রমও দেন এই চাষাবাদে। সঙ্গত কারণে চাষীদের কথা মাথায় রেখে এবং এলাকার দরিদ্র লোকজনের কথা ভেবে বরবটি চাষকে অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন বরবটি চাষে যত প্রতিকূল অবস্থা আছে তা শক্ত হাতে মোকাবেলা করা। আর এ জন্য এগিয়ে আসতে হবে কৃষি সাম্প্রসারণ বিভাগকে

বরবটি চাষ অব্যাহত রাখতে হবে

বরবটি চাষে এ অঞ্চলে যে বিপ্লব শুরু হয়েছে, যার কারণে আমূল বদলে গেছে একটা বিস্তৃত জনপদের চেহারা। অভাব যেখান থেকে চিরতরে দূর হয়ে গেছে বরবটির কারণে-সেখানে বরবটিকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো বিকল্প নেই। চাষীরা এখন ধানের চেয়ে এই মৌসুমি সবজি চাষের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছেন।

বরবটি চাষ লাভজনক হওয়ায় চাষীরা ব্যাপক শ্রমও দেন এই চাষাবাদে। সঙ্গত কারণে চাষীদের কথা মাথায় রেখে এবং এলাকার দরিদ্র লোকজনের কথা ভেবে বরবটি চাষকে অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন বরবটি চাষে যত প্রতিকূল অবস্থা আছে তা শক্ত হাতে মোকাবেলা করা। আর এ জন্য এগিয়ে আসতে হবে কৃষি সাম্প্রসারণ বিভাগকে। সচেতন করে তুলতে হবে চাষীদের। তাহলেই বাঁচবে চাষী, বাঁচবে বরবটির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া বিশাল জনগোষ্ঠী। সেই সঙ্গে অব্যাহত থাকবে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত বরবটির চাষ। আমরা আশা করি, কৃষি বিভাগ বিলম্ব না করে চাষীদের পাশে এসে দাঁড়াবে।